মেহেরপুরে প্রচারসামগ্রী অপসারণ হয়নি অনেক এলাকায়

এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের প্রচারসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়।

গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সেই সময়সীমা শেষ হলেও মেহেরপুরের অনেক এলাকায় এখনো প্রচারসামগ্রী অপসারণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমীর ও মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রচারসামগ্রী সরিয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও সব এলাকায় নির্দেশনা পুরোপুরি মানা হয়নি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সময়সীমা পার হয়ে গেলেও শহরের কাথুলী রোড, শামসুজ্জোহা পার্ক, হোটেল বাজার ও বড় বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখনও পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন ঝুলে আছে। শহরের প্রধান সড়ক ও অলিগলিতেও প্রচারসামগ্রী চোখে পড়ছে। নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া সময় শেষ হলেও পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

প্রচারসামগ্রী অপসারণের বিষয়ে প্রার্থীদের মধ্যে দায়সারা মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের নিজ উদ্যোগে পোস্টার সরানোর নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন প্রার্থীরা।

সরেজমিনে আরও দেখা যায়, মেহেরপুরের কমিউনিটি সেন্টার, শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের গেট, পৌর কবরস্থানের সামনে, বড় বাজার, হোটেল বাজার, খামারবাড়ির সামনে, কাথুলী রোড ও ফৌজদারি পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখার আমীর তাজউদ্দিন খানের ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন ঝুলতে দেখা গেছে।

এদিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের অন্য কোনো এলাকায় কোনো ধরনের ব্যানার বা ফেস্টুন চোখে পড়েনি। তবে শহরের কাথুলী রোডের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রচারণার স্টিকার দেখা গেছে।

এবিষয়ে সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম জানান, সব জায়গাতেই নির্বাচনী প্রচারসামগ্রী অপসারণের কথা। এখনো যদি কোথাও প্রচারসামগ্রী থেকে থাকে, আমাদের আচরণবিধি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তাঁকে বিষয়টি জানানো হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শরীফ ওসমান হাদীকে গুলিবিদ্ধের প্রতিবাদে মেহেরেপুর জেলা বিএনপির মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদীকে গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনা এবং এর আগে ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাকে গণসংযোগকালে সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আশু শাস্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিআরটিসি কাউন্টারের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গাজিউর রহমান গাজু, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সদর যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, সদর যুবদলের সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপন,

বুড়িপোতা-মেহেরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিনসহ বিএনপি ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও সন্ত্রাসী হামলা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি। অবিলম্বে উভয় ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আরও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দেন।

মেহেরপুরের ৪ নং ওয়ার্ডের হঠাৎ পাড়ায় বিএনপি’র উঠান বৈঠক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র উদ্যোগে মেহেরপুরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ৪ নং ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়ায় এ উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত পার্থী মাসুদ অরুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা মহিলা দল এবং ৪নং ওয়ার্ডের বিএনপি কর্মীরা।

তরুণ ভোটাররা প্রভাব ফেলবে

নির্বাচনে

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। আগামী বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম প্রান্তিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩ নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন এবং ৩৬জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বাধার কারণ হলো সমমনাদের নিয়ে জোটগত ভাবে নির্বাচন করার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে।

চুড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা না হলেও অনেকে মনে করছেন স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। আবার বিএনপি তৃনমূল নেতা কর্মীরা মনে করেণ ঝিনাইদহ-২ আসনটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ফলে নমিনেশন যদি অন্য দলকে দেয়া হয় তাহলে জেলার রাজনীতিতে বিএনপির উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, দলে বিভক্তি রাড়বে। এমনকি এই ছিট বিএনপির হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে জামায়াতের অবস্থান ভাল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী দাড়ানোর সুযোগ পেলে তিনিও পাশ করার সম্ভবনা রয়েছে। তবে বিএনপির প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে পাশের ব্যাপারে তারা শতভাগ আশাবাদ ব্যক্ত করেণ।

ঝিনাইদহ সদরের ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-২ আসন। এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা একাধিক থাকলেও কেন্দ্র কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। মনোনয়ন দৌড়ে এ আসন থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ প্রচার প্রচারনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, তাছাড়া সাবেক এমপি মসিউর রহমানে ছেলে ডা: মো: ইব্রাহীম রহমান (বাবু)’র প্রচারণাও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান অলোচনায় রয়েছে। তিনি জোটের প্রার্থী না হলেও গণঅধিকার থেকেই নির্বাচন করবেন এবং সে লক্ষ্যে ব্যাপক

প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এছাড়াও জাতীয় নাগরিক পাটি’র (এনসিপি) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলীয় মনোনয়ন কিনেছেন। সরকার পতনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের ব্যাপক ভূমিকা থাকায় তাদের রাজনৈতিক দল এনসিপি নির্বাচনী আলোচনায় রয়েছে। নতুন দল হলেও মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন বেকারদের কর্মসংস্থানে তারা ব্যাপক ভূমিকা রাখবেন বলে হামদি পারভেজ মিয়া দাবি করেণ। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ এ আসনটিতে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির জেলা আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর। তিনি নির্বাচনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলের নেতা কর্মীরা প্রত্যাশা করেন। তিনি প্রতিনিয়ত দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে পিআর ও জুলাইসনদের আন্দেলনের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হচ্ছেন জেলা সভাপতি ডা: মমতাজুল ইসলাম। তাছাড়া বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মো: নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বছরাধিকাল ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত সহসভাপতি হিসেবে দেশের ফুটবলের উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারেন, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। তিনি এই সরকারের অধিনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে বলে বিশ্বাস করেন। তবে এবছর নতুন ভোটাররা নির্বাচনে জয়পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ভোটারদের ধারণা শেষমেষ বিএনপি জামায়াতের মধ্যেই এই আসনে জয়-পরাজয়ের লড়াই হবে।

নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল

ঘোষণা

আগামী বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন।

ভাষণে, একই দিনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনেরও ঘোষণা দিয়েছেন সিইসি।

২০২৪ সালের পাঁচই অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন, শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলো নির্বাচন কমিশন।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সিইসি যেমন এই নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন, তেমনি ভোট আয়োজনে ইসির সামনে নানা চ্যালেঞ্জের কথাও বলেছেন।

সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থীদের ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সিইসি। সেই সাথে ভোটারদেরও নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা, আর গণভোটের ব্যালট হবে গোলাপি।

এবার নির্বাচনের দিনেই গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায়, ভোটগ্রহণের সময় একঘণ্টা বাড়িয়ে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা করা হয়েছে।

রেওয়াজ অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণা থেকে ভোট গ্রহণের দিনের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের পার্থক্য থাকে। তবে এবার সেই সময় বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই মাস।

সূত্র: BBC News বাংলা

হরিণাকুণ্ডুতে মহিলাদলের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে নির্বাচনী উঠান বৈঠক করেছে জাতীয়তাবাদি মহিলাদল।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা ও পৌর মহিলাদল।

হরিণাকুণ্ডুু পৌর মহিলা দলের সভাপতি রেহেনা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম মজিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, পৌর বিএনপির সভাপতি জিন্নাতুল হক খান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহম্মেদ বাপ্পী, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি সেলিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক সালমা খাতুন।

সভায় বক্তারা বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার নির্বাচন। এ জন্য তারা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের আরও সংগঠিত হতে হবে। তাই আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

মানুষ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করবে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, আমরা কৃষকদেরকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আমরা ক্ষমতায় আসলে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আমরা দীর্ঘ ১৭ বছর সংগ্রাম করে টিকে আছি। আমাদের বিএনপির ৭শ নেতাকর্মী গুম

খুনের স্বীকার হয়েছেন। আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। আমরা দিনের ভোট রাতে করবো না। জনগণ যদি আমাদের চায় আমরা ক্ষমতায় আসবো।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকাল ৪টায় উপজেলার লোকনাথপুর হেলিপ্যাড ফুটবল মাঠে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

তিনি আরো বলেন, ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যকর্মী পৌঁছে দিয়ে স্বাস্থ্য সচেতন জাতী আমরা তৈরি করতে চাই। ইতিবাচক রাজনীতির সংস্কৃতি তৈরি করতে চাই। বিএনপির ৩১ দফায় দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের স্বার্থ, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে। আপনারা সৌভাগ্যবান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী, সৎজন প্রার্থীদের মধ্যে সামনের কাতারে রয়েছে আপনারা প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই অঞ্চলের মা-বোনেরা, সন্তানেরা, ছোট ভাইদের ভোটটি ধানের শীষ প্রতীকে দিয়ে ব্যালট বাক্সটি পরিপূর্ণ করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ। আমরা বিপ্লব করেছি গত ১৬ বছর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের লড়াই, মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই। এই সংগ্রামে চুয়াডাঙ্গার মানুষ বারবার তাদের শক্ত অবস্থান দেখিয়েছে।

তিনি উপস্থিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চুয়াডাঙ্গা হবে পরিবর্তনের সূতিকাগার, মানুষ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করবে।

দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার বিএনপি আয়োজিত সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হবি, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, জীবননগর উপজেলা

বিএনপির সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র নওয়াব আলী, দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আখতারুজ্জামান মিয়া, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী শওকত খন্দকার, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান খোকন, জীবননগর পৌর বিএনপির সভাপতি শাজাহান কবীর, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাজাহান আলী, দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মদ আলী, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহাতাব আলী, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান টুনু, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

এছাড়া সমাবেশে দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা বিএনপি, ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এনসিপির মনোনয়ন পেলেন সোহেল রানা ও শাকিল আহম্মেদ

মেহেরপুর-১ আসন (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদ।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় রাজধানীর বাংলামোটরে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন তাদের নাম ঘোষণা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তাদের প্রথম ধাপের মনোনীত প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা

ঘোষণা করেছে।

জানা গেছে, ধাপে ধাপে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আসন বণ্টন করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। চলতি মাসেই সব আসনে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করতে চায় দল।

মেহেরপুরের পুরাতন দরবেশপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের পুরাতন দরবেশপুর গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৪টার দিকে পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

জীবননগর যুবদল ও ছাত্রদলের নির্বাচনী কর্মশালা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে যুবদল ও ছাত্রদলের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছাত্রদলের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে যুবদলের কর্মশালা শুরু হয়। এই কর্মশালা চলে বেলা দেড়টা পর্যন্ত। মনোহরপুর স্কুল মাঠে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ দেন বিজিএমইএর সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা- ২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। এ সময় তিনি ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, টিম অনুযায়ী কাজ করতে হবে; বিশৃঙ্খলা করা যাবে না; কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে নিজের মতো করে উত্তর দেওয়া যাবে না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী এবং সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ।

ছাত্রদলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান, সদস্যসচিব মো. মোকছেদুর রহমান রিমন, যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম রব্বানী, জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রিংকু এবং সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ।

এদিকে যুবদলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দীন ময়েন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক হযরত আলী, উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব কামরুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব মো. মনির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম, মো. মিনাজুল ইসলাম, মো. সাইদুর রহমান রানা, সরোয়ার হোসেন,

পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আনার হোসেন, মো. জহিরুল ইসলাম মিঠু, মো. আজমত আলী, মো. আব্দুল আলীম এবং মো. মতিয়ার রহমান।